যায়যায়দিন

তারিখ 04 JUL 2007
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

৫৬

ইংরেজিতে পিছিয়ে পড়ছে বেশির ভাগ শিক্ষার্থী

আলতাব হোসেন

ইংরেজি ভাষায় পিছিয়ে পড়ছে দেশের বেশির ভাগ শিক্ষার্থী। এ বছর এসএসসি পরীক্ষায় সব বোর্ডে ইংরেজিতে গড়ে ফেল করেছে ৩০ শতাংশের বেশি পরীক্ষার্থী। শিক্ষা বোর্ড কমপিউটার কেন্দ্রের বিশ্লেষণে দেখা গেছে, ঢাকা বোর্ডে ইংরেজি প্রথম পত্রে ৩১ শতাংশ ও দ্বিতীয় পত্রে ২৮ শতাংশ পরীক্ষার্থী ফেল করেছে। কুমিল্লা বোর্ডে ৮৯ হাজার ৮০৩ জন পরীক্ষায় অংশ নেয়। এর মধ্যে ইংরেজিতে ফেল করেছে ১০ হাজার ৩০৭ জন। আর সারা দেশে ৭ লাখ ৯২ হাজার ১৬৫ জন অংশ নেয়। তার মধ্যে ইংরেজিতে ফেল করেছে ৪৭ হাজার ৩৫৭ জন।

শিক্ষাবিদরা বলছেন, বর্তমান যুগ হলো অবাধ তথ্য প্রবাহের যুগ। তথ্য প্রযুক্তি বিশ্বকে আজ রূপান্তরিত করেছে এক গ্লোবাল ভিলেজে। বিশ্বায়নের এ যুগে সারা বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করাই হচ্ছে উন্নয়নের প্রথম ও প্রধান শর্ত। আর এ যোগাযোগ ও ভাব বিনিময়ের প্রধান মাধ্যম হচ্ছে ইংরেজি। তথ্য সংগ্রহ এবং জ্ঞানার্জনের জন্য ইংরেজি বিষয়ে স্বাভাবিকভাবে সুস্পষ্ট জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন জরুরি হয়ে পড়েছে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, প্রাথমিক স্তরে শিশুদের চাহিদা অনুযায়ী যথাযথ নীতি, পরিকল্পনা, পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যবই রচনা করা হয়নি। বিদেশি ভাষা সম্পর্কে স্বাভাবিক ভীতি ও অজ্ঞতাই এর মূল কারণ। এতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে যথেষ্ট পারদর্শিতা অর্জিত হয়নি। অথচ আধুনিক ও আন্তর্জাতিক ভাষা হিসেবে ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তন ও সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে প্রাথমিক স্তরই সবচেয়ে কার্যকর জায়গা। আর শিক্ষা বিকাশের প্রথম সোপানই হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষা।

১৯৯৪ সাল থেকে কমিউনিকেটিভ ইংরেজি বা ভাব প্রকাশ ও আদান-প্রদান ভিত্তিক ইরেজি পাঠ চালু হয়। তবে দেশের বেশির ভাগ শিক্ষক ও শিক্ষার্থী ওই পদ্ধতি আয়ত্তে আনতে পারেনি। এ ছাড়াও দেশের মফস্বল শহর বা গ্রামাঞ্চলে রয়েছে ইংরেজি শিক্ষকের দারুণ সঙ্কট। সে সঙ্গে রয়েছে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ও প্রস্তুতির অভাব। সম্প্রতি দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের হাই স্কুলগুলোর ইংরেজি শিক্ষকদের ইংরেজিতে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে বৃটিশ কাউন্সিল। বৃটিশ কাউন্সিলের

এডুকেশন প্রমোশন অ্যান্ড মার্কেটিং ডিরেক্টর রাইকা রিপা ওয়ালিক জানান, ইংরেজিতে দক্ষতার অভাবে প্রতি বছর অনেক শিক্ষার্থী ইংরেজিতে খারাপ করছে।

দেশের ইংরেজি শিক্ষা সম্পর্কে পাওয়ার অ্যান্ড পার্টিসিপেশন রিসার্চ সেন্টারের (পিপিআরসি) টিম লিডার ড. হোসেন জিল্লুর রহমান বলেন, কর্মসংস্থান ও বিশ্বায়নের সুযোগ-সুবিধা ইত্যাদিকে মাথায় রেখে ইংরেজি শিক্ষার বিষয়টি নিয়ে সবাইকে ভাবতে হবে। ইংরেজি শিক্ষার জন্য দেশে বিশেষ প্যাকেজ প্রোগ্রাম দরকার। এশিয়ার মধ্যে থাইল্যান্ড থেকে শুরু করে এর আশপাশের সব দেশেই অপ্রাতিষ্ঠানিক অর্থনীতি এখন বেশ শক্তিশালী। ওরা কাজ করে প্রায় এক হাজার শব্দ ব্যবহার করে। পুরো ইংরেজি শিক্ষার জন্য ওরা শেখে এক হাজার শব্দ। ওগুলো ব্যবহারিক শব্দ। একটি ক্যালকুলেটর নিয়ে বসে কমিউনিকেটিভ ইংরেজি ব্যবহার করে ভালোই ব্যবসা করছে তারা।

উচ্চ শিক্ষার পর্যায়ে এ পরিস্থিতির উন্নয়নে ডিগ্রি পর্যায়ে ইংরেজি বাধ্যতামূলক করা ছাড়াও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত সব বিষয়ের অনার্স কোর্সে ১০০ নাম্বারের ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তন করা হয়েছে। এ ছাড়াও দেশে ইংরেজি মিডিয়াম স্কুলগুলো বর্তমানে শক্তিশালী বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। অনেক উপজেলাতে এখন ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল শুরু হয়েছে। সরকারি অফিসাররা সেখানে তাদের বাচ্চাদের পড়ান।

প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ে কাজ করে বেসরকারি সংস্থা পিদিম। সংস্থার শিক্ষা কো-অর্ডিনেটর শিমসন মাহমুদ বলেন, প্রথম শ্রেণীকে ভিত্তি ধরে যদি বাচ্চাদের নিয়ে ১০ বছর মেয়াদি কাজ শুরু করা যায় তাহলে পিইডিপি-২ ও তারপর পিইডিপি-৩ আসবে। পরিবর্তনের প্রধান দিকটি হবে শিক্ষা। এ শিক্ষা হলো প্রাথমিক শিক্ষা। মৌলিক শিক্ষাটা হবে ভিত্তি ও এরপর বাকি শিক্ষাটা স্বয়ংক্রিয়ভাবে চলে আসবে। ২০১৫ সালের মধ্যে একটি সুগঠিত বাংলাদেশ হবে, যেখানে ইংরেজি চর্চা একটি শক্তিশালী স্থায়ী পর্যায়ে রূপ নেবে। বাংলার প্রতি সম্মান রেখে সবাইকে ইংরেজি শিখতে হবে।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের পরিচালক (শিক্ষা মান উন্নয়ন) প্রফেসর সাজেদুর রহমান বলেন, প্রযুক্তি প্রসারের কারণে পৃথিবী অনেক ছোট হয়ে এসেছে। প্রতিযোগিতা শুধু দেশে দেশে সীমাবদ্ধ থাকেনি, এটা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিস্তৃত হয়েছে। সে প্রেক্ষাপটে ইংরেজি শিক্ষার মান, ইংরেজি শিক্ষার গুরুত্ব অনেক বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি বলেন, সাম্প্রতিক বিশ্বে ইংরেজির যে গুরুত্ব বেড়ে গেছে তারই আলোকে আমাদের দেশেও এ গুরুত্বটা নিয়ে আসতে হবে।